দৈনিক সংবাদ 03

তারিখ 15 MAY 1992
পৃঃ 7 কলাম 8

প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিপি'র অকাল প্রয়াণ

মর্মান্তিক নৌ দুর্ঘটনায় তিনজন ছাত্র নিহত

।। আনোয়ার সাদাত ।। গত বুধবার রাত ৪টায় বুড়িগঙ্গা নদীতে একটি নৌকা দুর্ঘটনায় ইউকসু'র ভিপিসহ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনজন ছাত্র প্রাণ হারান। দুর্ঘটনাটি ঘটে বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সেতুর কাছাকাছি গোসাইবাড়ী ঘাট এলাকায়। মৃত তিনজন হলেন প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ ইউকসুর ভিপি মীর রুহুল কবীর, পিতা-মোঃ মোদাচ্ছের আলী; আহমেদুর রহমান আরিফ, পিতা-কাজী আমিনুর রহমান ও আলী মুর্তজা শোভন। এদের মধ্যে শোভন ছাড়া বাকী দু'জন ইলেকট্রিক্যাল বিভাগের চতুর্থ বর্ষের ছাত্র। শোভন কেমিকৌশল বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র। গত বুধবার ইলেকট্রিক্যাল বিভাগের বিদায়ী অনুষ্ঠানশেষে বিদায়ী চতুর্থ বর্ষের ছাত্রদের একটি দল রাত একটায় কেল্লার ঘাট থেকে নৌকা ভাড়া করে বুড়ীগঙ্গায় নৌবিহারে বের হয়। রাত সোয়া তিনটায় চতুর্থ বর্ষের একুশজন ছাত্রের দলটি তিনটি নৌকা ভাড়া করে। একটি নৌকায় নয়জন আর বাকী দুটোয় বারজন। রাত চারটার দিকে নয়জনের নৌকাটি বুড়িগঙ্গার ওপর বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সেতুর কাছে গোসাইবাড়ী ঘাট এলাকায় আসে। এসময় সেলো ইঞ্জিনচালিত একটি ট্রলার পেছন দিক থেকে নৌকাটিকে ধাক্কা মারে। এতে নৌকাটি উল্টে যায়। উল্টো নৌকাটিকে ধরে ছয়জন কোনমতে প্রাণে বেঁচে যান। আর বাকী তিনজনের মর্মান্তিক সলিল সমাধি ঘটে। এদের একজন সাঁতার জানেন। বেঁচে যাওয়ার ছয়জন হলেন তামান্না, তারেক, টনি, কালাম, বিটন ও জাহিদ। এদের মধ্যে তারেক সাঁতার জানতেন না। প্রাণে বেঁচে যাওয়া কালাম বলেন, 'তখন রাত চারটা। নৌকা তীরের কাছাকাছি দিয়েই যাচ্ছিল। হঠাৎ পিছন দিকে একটি ট্রলার দেখতে পেলাম। ছাত্র নিহত ঃ পৃঃ ৮ কঃ ৪

ছাত্র নিহত ঃ নৌ দুর্ঘটনা

(১ম পাতার পর)

কিছু বোঝে ওঠার আগেই পেছন থেকে ট্রলারটি আমাদের নৌকাটিকে ধাক্কা দিল। নৌকা উল্টে গেলে মাঝির কথামত আমরা ছয়জন নৌকাটিকে আলতো করে ধরে থাকি। একসময় কাছেই দুই তিন গজ দূরে শোভনকে দেখতে পাই। তাকে বলি এসে নৌকা ধরার জন্য। কিন্তু সে বলল তোমরা সামনে যাও, 'আমি আসছি'। তার কিছুক্ষণ পর আনুমানিক বিশ-পঁচিশ গজ দূরে তিনবার শোভনের আর্ত চিৎকার শুনি, বাঁচাও বাঁচাও। কিন্তু সাঁতরে কাছে গিয়ে কাউকে দেখতে পাইনি। অনেক ডাকাডাকি করলাম কেউ সাড়া দেয়নি। ইতিমধ্যে এদের চিৎকার শুনে একটু দূরে অবস্থানরত একটি নৌকা খোঁজাখুজি করে কাউকে পায়নি। বেঁচে যাওয়া ছয়জন উল্টে যাওয়া নৌকা ধরে থেকেই তীরে পৌঁছান।

ঘটনাস্থলে বুয়েট কর্তৃপক্ষ

বেঁচে যাওয়া ছয়জনের একজন এ খবর জানালে সকাল সাড়ে আটটায় ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের লোকজন ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। এদের ডুবুরীরা খোঁজাখুজির পর সাড়ে নয়টায় শোভনের লাশ উদ্ধার করে। শোভনের লাশ তখন নিকটস্থ মিটফোর্ড হাসপাতালে নেয়া হয়। সেখান থেকে লাশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসির অনুরোধে ময়নাতদন্ত ছাড়াই বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়ে আসা হয় দুপুর দু'টায়। এর আগে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি প্রফেসর মোহাম্মদ শাহজাহান ও ছাত্রকল্যাণ পরিচালক প্রফেসর নজরুল ইসলাম কয়েক দফা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন।

দুর্ঘটনার খবর প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে পৌঁছলে সেখানে শোকের ছায়া নেমে আসে। শত শত ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাসে করে দুর্ঘটনাস্থলে ভিড় জমায়। সব লাশ উদ্ধার হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত এরা ঘটনাস্থলে ছিল।

শোভনের জানাজা

শোভনের নামাজে জানাজা হয় বেলা আড়াইটায় বিশ্ববিদ্যালয় মসজিদে। জানাজাশেষে শোভনের খালু অর্থ প্রতিমন্ত্রী মুজিবুর রহমান তার লাশ বগুড়ার বাদুড়তলায় তার গ্রামের বাড়িতে নিয়ে যান।

নৌবাহিনীর উদ্ধার প্রচেষ্টা

দুর্ঘটনাস্থল গোসাইবাড়ি ঘাটে উদ্ধারকাজে বেলা এগারোটার সময় যোগ দেয় নৌবাহিনীর একটি দল। তাদের মিলিত প্রচেষ্টায় বেলা দু'টা চল্লিশ মিনিটে আরিফ ও তার কিছুক্ষণ পর বেলা সাড়ে তিনটায় রুহুলের লাশ উদ্ধার করা হয়। এদের লাশ বিশ্ববিদ্যালয়ে পৌঁছার পর বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েক হাজার ছাত্রছাত্রী এক নজর দেখার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের মসজিদের সামনে ভিড় জমায়। এ সময়ে আরিফ ও রুহুলের সহপাঠীরা কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে।

আরিফের জানাজা

আছরের নামাজের পরপর আরিফের নামাজে জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। জানাজার আগে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি উপস্থিত ছাত্রদের সমাবেশে গভীর শোক প্রকাশ করেন।

জানাজাশেষে আরিফের লাশ তার উত্তরাস্থ বাসভবনে পাঠানো হয়।

ভিপির জানাজা

ইউকসুর ভিপি মীর রুহুল কবীরের নামাজে জানাজা অনুষ্ঠিত হয় সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টায়। সেখান থেকে তার লাশ বারডেমে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখান থেকে রাজশাহীর কাজিহাটায় তার বাড়িতে লাশ পাঠানো হবে।

কৃতী ছাত্র রুহুল কবীর

মীর রুহুল কবীর অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র ছিলেন। তিনি এসএসসি ও এইচএসসি উভয় পরীক্ষাতেই রাজশাহী বোর্ড থেকে পরীক্ষা দিয়ে সারা বাংলাদেশে সর্বোচ্চ নম্বর পেয়েছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাগুলোতেও চমৎকার রেজাল্ট করছিলেন তিনি। জনপ্রিয় ছাত্রনেতা রুহুল গত ইউকসু নির্বাচনে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল থেকে বিপুল ভোটে ভিপি নির্বাচিত হয়েছিলেন। চমৎকার গাইতে পারতেন তিনি।

তিন ভাই তিন বোনের মধ্যে সবার ছোট রুহুল।

শোভন দুই ভাই-এক বোনের মধ্যে দ্বিতীয়। আরিফ ছিলেন তিন ভাইবোনের মধ্যে সবার ছোট।

এই দুর্ঘটনার ব্যাপারে কেরানীগঞ্জ থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।

শোকসভা

ইউকসু আগামী রোববার নিহত তিন ছাত্রের স্মরণে শোকসভা ও শোক মিছিলের আয়োজন করেছে।